কালের কণ্ঠ
কালের কণ্ঠ

তারিখ 17 JAN 2015
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

একুশে গ্রন্থমেলা এবার নতুন আঙ্গিকে

আজিজুল পারভেজ ▷

নতুন আঙ্গিকে সাজানো হচ্ছে অমর একুশে গ্রন্থমেলা। বাড়ছে পরিসর। ফলে স্টলের আয়তন বাড়ছে, বাড়ছে ফাঁকা জায়গাও। প্রথমবারের মতো মেলায় যুক্ত হচ্ছে প্যাভিলিয়ন। গ্রন্থমেলার সঙ্গেই এবার অনুষ্ঠিত হবে একটি আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন। সব মিলিয়ে এবার একটি পরিচ্ছন্ন ও গুরুত্বপূর্ণ বইমেলার আয়োজন হতে যাচ্ছে। আগামী ১ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে বাঙালির এই প্রাণের মেলা। স্বাধীনতার পরপর শুরু হওয়া মাসব্যাপী এই মেলা গত বছর থেকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সম্প্রসারিত হয়েছে।

বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান জানান, এবারের মেলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন আয়োজন। ১৯৭৪ সালের পর দেশে এত বড় সাহিত্য সম্মেলন আর হয়নি। বঙ্গবন্ধু সেই সম্মেলন উদ্বোধন করেছিলেন। যোগ দিয়েছিলেন ছয়টি দেশের প্রতিনিধি। এবার যোগ দেবেন ১০ থেকে ১২টি দেশের গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিকরা। ফলে এই বইমেলা একটি আন্তর্জাতিক মাত্রা পাবে।

আয়োজক কমিটি সূত্রে জানা গেছে, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের সম্প্রসারিত অংশে অমর একুশে গ্রন্থমেলার পরিসর বাড়ানো হচ্ছে। প্রায় চার একর জায়গার ওপর এবারের মেলার আয়োজন হচ্ছে। ফলে স্টলের সংখ্যা বাড়ছে। আকারও বাড়ছে প্রস্থে দুই ফুট করে। আগে যেখানে এক ইউনিটের স্টল ৪৮ বর্গফুট ছিল, সেখানে এবার হচ্ছে ৬৪ বর্গফুট। সে হিসেবে ভাড়াও বাড়ানো হয়েছে। এক ইউনিটের স্টল সাত হাজার থেকে বাড়িয়ে ১২ হাজার টাকা করা হয়েছে। দুই ইউনিট ২৫ হাজার ও তিন ইউনিট ৪৫ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। ১১টির মতো প্যাভিলিয়ন তৈরির সিদ্ধান্ত হয়েছে। প্রতিটি প্যাভিলিয়ন হবে প্রায় ৪০০ বর্গফুটের। ভাড়া হচ্ছে এক লাখ টাকা করে। বইপ্রেমিদের চলাচল স্বচ্ছন্দ করতে দুই সারির মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গার আয়তনও বাড়ানো হচ্ছে। ভিড় এড়ানোর জন্য এবার এই অংশে থাকছে দুটি বহির্গমন পথ। একটি পথ দিয়ে বেরিয়ে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের দিকে চলে যাওয়া যাবে। আরেকটি পথ থাকবে উদ্যানের ভেতর দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসির দিকে।

বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে গতবারের মতো এবারও শিশু কর্নার, লিটলম্যাগ, সরকারি-বেসরকারি প্রদর্শনীমূলক স্টল থাকছে। যদিও শিশু কর্নার গোহরাওয়ার্দীর সম্প্রসারিত অংশে নিয়ে যাওয়ার দাবি ছিল প্রকাশকদের। বরাবরের মতো অনুষ্ঠান মঞ্চও থাকছে এই অংশে। তবে পুকুর ও বর্ধমান হাউসের পশ্চিম পাশে তথ্যকেন্দ্রের সামনে কোনো স্টল থাকছে না। আড্ডা কিংবা ঘুরে বেড়ানোর জন্য এই অংশটি ফাঁকা রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে। একাডেমি প্রাঙ্গণের নজরুল মঞ্চে নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান আয়োজনে শৃঙ্খলার ব্যাপারে এবারও নজর দেওয়া হচ্ছে। এ জন্য একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। যে কমিটি নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানের জন্য এক দিন আগে সময়সূচি নির্ধারণ করে দেবে। বইয়ের কমিশন এবারও যথারীতি ২৫ শতাংশ থাকছে। তবে বাংলা একাডেমি ৩০ শতাংশ কমিশনে বই বিক্রি করবে।

মেলায় নকল বই রোধে প্রথম থেকেই টাস্কফোর্স সক্রিয় থাকবে। একই সঙ্গে দোয়েল চত্বর থেকে টিএসসি পর্যন্ত রাস্তা থাকবে হকারমুক্ত। মেলা চলাকালে এই রাস্তায় যানবাহন চলাচলও বন্ধ থাকবে। গত বুধবার বাংলা একাডেমিতে অনুষ্ঠিত মেলা কমিটির সভায় এসব সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হয়েছে। সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর সভায় উপস্থিত ছিলেন।

বইমেলার প্রথম দিনেই শুরু হবে চার দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন। এতে জার্মানি, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, সুইডেন, চীন, যুক্তরাষ্ট্র, মালয়েশিয়া, সুইজারল্যান্ড, ভারতসহ এশিয়া-ইউরোপ ও আমেরিকার বিশিষ্ট সাহিত্যিকরা যোগ দেবেন।

মেলা কমিটির সদস্যসচিব ড. জালাল আহমেদ জানান, এবার একটি পরিচ্ছন্ন মেলা আয়োজনের দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে। মেলায় এসে বইপ্রেমিরা যাতে স্বাচ্ছন্দ্যে ঘোরাফেরা করতে পারেন সে বিষয়টিও গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে।

এরই মধ্যে বইমেলার স্টল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। ৩৮৩টি প্রতিষ্ঠানের মধ্য থেকে ২৯৫টি প্রতিষ্ঠানকে স্টল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এই সংখ্যা আরো বাড়তে পারে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। গত বছর ৩১২টি প্রতিষ্ঠানকে স্টল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল।